পাইন বনের যোদ্ধা

পাইন

বনের

যোদ্ধা

(প্রথম ক্রুসেড, কিলিজ আরসালান, জেরুসালেমের পতন)

ইমরান রাইহান

সঞ্চালন প্রকাশনী

পাইন বনের যোদ্ধা

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক

বানান সমন্বয় : আবু আফরা
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা : আবু ওয়ারদা

পরিবেশনায়

তারুণ্য প্রকাশন
দোকান নং- ১৩, ২য় তলা,
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৯৪৫৬৭২২

সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড
৩৪, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-০৬৯০৩৯

প্রকাশনায়
সঞ্চালন প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২-০০০০০০

অনলাইন পরিবেশক
ওয়াফি লাইফ, রুহামা শপ, বুক লাইফ বিডি,
পাঠকসেবা, কতকিছু ডট কম, বইজগৎ

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

Pain Boner Joddah
by Imran Raihan
Published by : Sanchalan Prokashoni

©
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা
প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আমার প্রিয় ওস্তাদ!
আমার প্রাণপ্রিয় সহধর্মীণি!...

সূচিক্রম...

ধর্মসভা.. ☞ ০৯
কিলিজ আরসালান........................... ☞ ২৭
এন্টিয়ক .... ☞ ৫৫
মানুষখেকো ক্রুসেডার......................... ☞ ৮০
জেরুসালেমের পথ ধরে....................... ☞ ৮৫
হত্যাযজ্ঞ .... ☞ ৯৩
উবাইদিদের প্রচেষ্টা........................... ☞ ১০৩
আশার আলো .... ☞ ১১৯
মাওদুদ বিন তুনিতকিন .... ☞ ১২৪

ধর্মসভা

১২ মার্চ, ১০৮৮ খ্রিষ্টাব্দ। রোম, ইটালি।

ক্যাথলিক গির্জায় বসেছে এল কনক্লেভ। পাঁচ মাস আগে পোপ তৃতীয় ভিক্টরের মৃত্যুর পর ক্যাথলিক গির্জায় যে শূন্যতার সূচনা হয়েছে তা পূরণ করা হবে আজ। পুরো ইউরোপ থেকে ছুটে এসেছেন কার্ডিনালরা। তাদের ভোটাভুটিতে নিযুক্ত হবেন নতুন পোপ।

কনক্লেভ শব্দের অর্থ তালাবদ্ধ। অর্থের সাথে এই অনুষ্ঠানের একটা সাদৃশ্য আছে। ভোটাভুটি হবে গির্জার হলরুমে। সেখানে কার্ডিনালরা ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। ভোট চলাকালে বন্ধ থাকবে হলরুমের দরজা। কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না, কেউ বের হতে পারবে না।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুরু হলো কনক্লেভ। দরজার বাইরে সতর্ক পাহারায় রইল প্রহরীরা। ভোটাভুটির সময় অনেকবারই মারামারি এমনকি খুনোখুনির ঘটনাও ঘটেছে, জানা আছে তাদের। ধীরে বয়ে চলল সময়। বিরক্তি কাটাতে প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে।

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল হলরুমের দরজা। বাইরে অপেক্ষারত জনতা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে, কখন ঘোষণা করা হয় নতুন পোপের নাম। জার্মানি থেকে আসা সত্তরোর্ধ এক কার্ডিনালকে দেওয়া হলো নাম ঘোষণার দায়িত্ব। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে তিনি জানালেন, ৫৩ বছর বয়সী দ্বিতীয় আরবান যিনি এতদিন অস্ট্রিয়ার বিশপের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তিনিই এখন থেকে সামলাবেন পোপের দায়িত্ব। তুমুল করতালিতে স্বাগত জানানো হলো নতুন পোপকে।

নতুন পোপ জনতার উদ্দেশে হাত নাড়লেন চিন্তিত ভঙ্গিতে। তার সামনে এখন অনেক কাজ।

পোপের পদটি বাহ্যত ঝামেলাহীন। গোটা ইউরোপজুড়ে ক্যাথলিক গির্জার অধীনে রয়েছে বিশাল ভূসম্পত্তি, যা নিশ্চিত করে মোটা অঙ্কের বার্ষিক আয়। সম্পত্তির দেখভাল আর সম্রাটদের স্বর্গের সনদপত্র দেওয়ার কাজ বাদ দিলে পোপের হাতে আর তেমন কাজ থাকে না। ইউরোপে পোপের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সম্রাটরাও ভয়ে থাকেন পোপের অসন্তুষ্টির, সামান্য দ্বন্দ্বে নেমে স্বর্গ হারাতে চান না কেউই। পোপ দ্বিতীয় আরবান চাইলে সন্তদের জীবন বেছে নিতে পারেন, কিন্তু তা তার পছন্দ নয়। তার মাথায় আছে এক বৃহৎ পরিকল্পনা। এতদিন তার সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু এখন ইউরোপের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তার যে কোনো আদেশ মেনে নিতে প্রস্তুত, অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন তিনি অধিক ক্ষমতার অধিকারী। 'আজকের দিনের জন্যই এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম'—মনে মনে ভাবলেন পোপ।

তবে দায়িত্ব পেয়েই কাজে নামতে পারলেন না দ্বিতীয় আরবান। পরের কয়েক বছর কেটে গেল নানা ঝামেলায়। বেশ কিছু জায়গিরের মালিকানা নিয়ে সমস্যা চলছিল, তদারকির অজুহাতে এসব জমি দখল করে নেয় স্থানীয় জমিদাররা, নানা কৌশল খাটিয়ে জমি উদ্ধার করেন দ্বিতীয় আরবান। কিন্তু তখনো মনের লুক্কায়িত বাসনা পূরণ করার সুযোগ পাননি। সাত বছর পর, ১০৯৫ সালে মিলে গেল সে সুযোগ।

প্রাচ্যের অর্থোডক্স গির্জার সাথে রোমান ক্যাথলিক গির্জার দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। নানা কারণেই রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রতি রাগ ও ক্ষোভ ছিল বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম এলেক্সিয়াস কমনিনোসের। কিন্তু সম্পর্কের বরফ গলতে থাকে পোপ সপ্তম গ্রেগরির সময়। তার আগ্রহের প্রেক্ষিতে ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে বাইজেন্টাইন সম্রাটের যোগাযোগ গড়ে উঠে। এ সময় সম্রাট প্রস্তাব দেন গির্জার সাহায্য পেলে তিনি রোমান সেলজুকদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। সপ্তম গ্রেগরি হয়তো এই প্রস্তাবে সাড়া দিতেন, কিন্তু অন্য ব্যস্ততার কারণে তিনি সেই সুযোগ পাননি। সপ্তম গ্রেগরির মৃত্যুর পর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ক্যাথলিক গির্জার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ১০৯৫ সালের শুরুলগ্নে সম্রাট ভাবলেন নতুন পোপের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যাক। সম্রাটের পাঠানো প্রতিনিধিদল এলো পোপের কাছে, কুশল বিনিময় সেরে তারা জানাল, সম্রাট চান রোমান সেলজুকদের সঙ্গে লড়াইয়ে পোপ তাকে সাহায্য করবেন।

নির্লিপ্ত চেহারায় প্রতিনিধিদলের বক্তব্য শুনলেন পোপ, মনের ভাব প্রকাশ হতে দিলেন না চেহারায়। তিনি যেমন চাচ্ছিলেন তেমনই একটি সুযোগ এসেছে

হাতে। সম্রাটের প্রস্তাবটি মূলত এশিয়া মাইনরের মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের, কিন্তু পোপের স্বপ্ন আরও বড়। তিনি চান এ লড়াইয়ের ময়দান বিস্তৃত হোক এশিয়া মাইনর থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত। পুরো ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক জেরুসালেমের ওপর, মুসলিমদের হাত থেকে উদ্ধার করুক পবিত্র ভূমি। প্রতিনিধিদলকে কয়েক দিন বিশ্রামের কথা বলে বিদায় জানালেন পোপ। তিনি চলে এলেন নিজের শয়নকক্ষে। ওক কাঠের খাটে বসে ভাবতে লাগলেন পুরো বিষয়টি।

পোপ যদি সম্রাটের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাকে সাহায্য করেন তাহলে এক ঢিলে অনেক পাখি মারার সুবর্ণসুযোগ হাতে আসবে। প্রথমত, ইউরোপে নতুন করে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশেষ করে তিনি যদি এই যুদ্ধের সাথে পাপমুক্তির বিষয়টিও শর্তযুক্ত করে দেন তাহলে সাধারণ মানুষ এতে সাড়া দেওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠবে। পোপের আহ্বানে যে সম্মিলিত বাহিনী গঠিত হবে তার নিয়ন্ত্রণও স্বাভাবিকভাবে তার হাতেই চলে আসবে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে জয়লাভ করলে থাকছে বিপুল অঙ্কের অর্থ লাভের সম্ভাবনা, যার বড় অংশ গির্জার হাতে আসবে। তৃতীয়ত, যদি একে জেরুসালেম উদ্ধারের যুদ্ধ বলে প্রচারণা চালানো যায়; তাহলে প্রাচ্যের অর্থোডক্স গির্জাও তার নেতৃত্ব মেনে নেবে, এর ফলে দুই গির্জার পুরোনো দ্বন্দ্ব মিটে গিয়ে পোপের একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। চতুর্থত, এ যুদ্ধের ফলে পুরোনো শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

কাঠের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন পোপ। শীত চলে গেলেও এখনো তার কিছুটা রেশ রয়ে গেছে। ঘরের বাইরে গেলে হিম হিম ঠান্ডা জড়িয়ে ধরে শরীরের চারপাশ। রাস্তায় মানুষের কর্মব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে অন্য দশ দিনের মতোই। 'সবকিছু শান্ত, ঝড় আসার আগে যেমন সমুদ্রে বাতাস স্থির হয়ে যায়, তেমনই। এখনই সময় সবকিছু শুরু করার'—বিড়বিড় করলেন পোপ। সবদিক বিবেচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে চলে এসেছেন তিনি। সম্রাটের প্রস্তাবে সাড়া দেবেন, তবে পুরো বিষয়টি সাজাবেন নিজের মতো করে।

☆ ☆ ☆

দুদিন পর প্রতিনিধিদলকে ডেকে জানানো হলো, সম্রাটের প্রস্তাবে সাড়া দিতে ইচ্ছুক পোপ। তবে প্রতিনিধিদল যেন আরও কয়েক দিন থেকে যায়। নিয়মিত

বৈঠক উপলক্ষ্যে ক্যাথলিক গির্জার কাউন্সিলররা এখন রোমে অবস্থান করছেন, শিগগির পোপ তাদের সামনে বিষয়টি আলোচনায় তুলবেন। তখন প্রতিনিধিদলকেও ডাকা হবে যেন তারা কাউন্সিলের সামনে সম্রাটের প্রস্তাবটি বিশদভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

পিকাঞ্জা সম্মেলন নামে পরিচিত এই কাউন্সিলে যোগ দিতে ইউরোপের নানা স্থান থেকে আর্চবিশপ ও পাদরিরা এসেছেন। সম্মেলনে উপস্থিত আছেন ২০০ বিশপ, ৪ হাজার পাদরি ও ৩০ হাজার সাধারণ খ্রিষ্টান। তাদের সামনে প্রতিনিধিদলকে উপস্থিত করে সম্রাটের প্রস্তাবের কথা জানালেন পোপ। এ সময় সম্রাটের লিখিত পত্র পড়ে শোনানো হয় উপস্থিতদের। পত্রে সম্রাট লিখেছিলেন, তুর্কি সেনারা খ্রিষ্টান বালকদের খতনা করছে, কিশোরি ও তরুণীদের ধর্ষণ করছে, এমনকি খ্রিষ্টান সেনাদের সমকামিতায় বাধ্য করছে। প্রতিটি তথ্যই ছিল মিথ্যা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কিন্তু কাউন্সিলে উপস্থিত সবার মনে এই চিঠি গভীর রেখাপাত করে। পোপ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন হাতছাড়া হওয়া পবিত্রভূমির কথা। জানালেন এতদিনে সুযোগ এসেছে পবিত্রভূমি উদ্ধারের। উপস্থিত পাদরিরা উৎসাহী হয়ে ওঠে। তারা বলে, সম্রাটের মাধ্যমে যে সুযোগ এসেছে তা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। শিগগির মুসলিম ভূখণ্ডের উদ্দেশে আমাদের অভিযান শুরু হবে, এই বলে পোপ নিজের কথা শেষ করেন।

কাউন্সিলররা রোম থেকে ফিরে গেলে পোপ আবার নিজের চিন্তায় মগ্ন হলেন। বারবার তিনি যাচাই করে দেখছেন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি। সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর সমাধান কী হবে তা নিয়ে ভাবছেন দিনরাত। পোপ সিদ্ধান্ত নেন, একটি বৃহৎ আকারের ধর্মসভা আহ্বান করা হবে, যেখানে উপস্থিত হবে ইউরোপের সকল গির্জার পাদরি, সামন্তরাজা-জমিদারবর্গ এবং জনসাধারণ। এই সম্মেলনেই জেরুসালেম অভিযানের ঘোষণা দেওয়া হবে। চামড়ার মশক থেকে পুরোনো মদ ঢালতে ঢালতে পোপ চিন্তা করছিলেন, কোথায় করা যায় সেই সম্মেলন। এখনো ইউরোপের সর্বত্র পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জার্মানির চতুর্থ হেনরি-সহ অনেকের সাথেই চলছে পোপের দ্বন্দ্ব। তাই বেছে নিতে হবে এমন কোনো স্থান, যেটি সবদিক বিবেচনায় উপযুক্ত।

কয়েক দিন চিন্তাভাবনা করে পোপ একটি সমাধান পেলেন। ফ্রান্সের সামন্তরাজাদের সাথে তার বেশ ভালো সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তিনি তাদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে নিতে পারবেন। গত ১০ বছরে ফ্রান্সের

অর্থনৈতিক অবস্থাও মন্দার মুখে পড়েছে, ফলে যুদ্ধের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের প্রতি সেখানকার জনসাধারণের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। পোপ বুঝতে পারছিলেন ইউরোপের অন্য কোনো অঞ্চলের চেয়ে ফ্রান্সেই তার প্রস্তাব অধিক আগ্রহের সাথে গৃহীত হবে।

বিস্তারিত চিন্তাভাবনার পর পোপ সিদ্ধান্ত নেন, দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্লেরমন্ট শহরে আয়োজন করা হবে সম্মেলন। পোপ এই সভায় সর্বাধিক লোক জড়ো করতে চাচ্ছিলেন, তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন সভা কিছুটা বিলম্ব করা হবে যেন এই ফাঁকে ভালো করে প্রচারণা চালানো যায়। সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৭ নভেম্বর, ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। সিলগালা করা চিঠি নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছুটে যায় পোপের বার্তাবাহকরা। সামন্তরাজাদের অনেকে শ্রদ্ধার সাথে পোপের চিঠি গ্রহণ করে চুমু খায়, অপরদিকে বিরোধীপক্ষের কেউ কেউ চিঠি না পড়েই আগুনে পোড়ানোর আদেশ দেয়। তবে পাদরি ও সামন্তরাজাদের একটি বড় অংশ সম্মেলনে যোগ দিতে আগ্রহী হন।

গ্রীষ্মের শেষদিকে পোপ ফ্রান্সে চলে এলেন। তিনি জানেন সম্মেলন সফল করতে হলে তার কিছু কাজ করতে হবে। আগস্টের ৫ তারিখ তিনি ভ্যালেন্স শহরে উপস্থিত হন, এখানকার পাদরিদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কুশলবিনিময় সেরে তিনি রওনা দেন লে পুইর উদ্দেশে। ১১ তারিখ লে পুইয়ে পৌঁছে বিশপদের উদ্দেশে কিছু চিঠি লেখেন তিনি। প্রতিটি পত্রে ছিল পোপের আকুতিমাখা অনুরোধ, বিশপরা যেন নভেম্বরে ক্লেরমন্টের সম্মেলনে উপস্থিত হন। পোপের পরবর্তী গন্তব্য ছিল দক্ষিণের শহর প্রোভেন্স, তার ইচ্ছা ছিল সেপ্টেম্বর মাস এখানেই কাটাবেন। অক্টোবরে তিনি চলে যান বার্গনদী শহরে, শীত ততদিনে তার আগমনী বার্তা দিয়েছে। সন্ধ্যায় নেমে আসা কুয়াশা দেখতে দেখতে পোপ ভাবলেন, তার সামনে অনেক কাজ, আপাতত বিশ্রামের সুযোগ নেই। বিভিন্ন শহরে ভ্রমণের ফাঁকে তিনি স্থানীয় চার্চগুলোর বিষয়ে খোঁজখবর নেন, অবস্থা দেখে প্রশংসা বা তিরস্কার করেন। ২৫ অক্টোবর ক্লুনিতে তিনি গ্রেট ব্যাসিলিকার সুউচ্চ বেদিকে পবিত্র ঘোষণা করেন।

নভেম্বরের তীব্র শীতে ক্লেরমন্টে উপস্থিত হলো সবাই। বিশাল মাঠে নির্মিত সুবিশাল সামিয়ানাও সবাইকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়, দ্রুতই মাঠের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে জনতার ভীড়। সম্ভ্রান্তরা এসেছিলেন পশমের কোট পরে, দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটছিলেন তারা। দরিদ্র লোকজন কিছুক্ষণ পরপর আগুন জ্বালাচ্ছিল শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচতে। গির্জার স্বেচ্ছাসেবকরা শুরুর দিকে

চেষ্টা করছিল শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, কিন্তু মানুষের ভীড়ে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সম্মেলনে উপস্থিত হন ফরাসি রাজদরবারের অনেক সভাসদ, রোমান কার্ডিনাল পরিষদ, ১৩ জন আর্চবিশপ, ২২৫ জন বিশপ, বহু পাদরি, নাইট ও সাধারণ খ্রিষ্টান। সম্মেলন শুরু হয় ২০ নভেম্বর থেকে। প্রথম সাত দিন কেটে যায় নানা আচার অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে। পোপের বক্তব্যের জন্য নির্ধারিত ছিল অষ্টম দিন।

২৭ নভেম্বর ভোর থেকেই সবাই অপেক্ষায় থাকে কখন বক্তব্য রাখবেন পোপ ২য় আরবান। সম্মেলনের মূল আকর্ষণ তো তিনিই। পোপ মঞ্চে উঠলে শুরু হয় জনতার উল্লাস, হাত নাড়িয়ে পোপকে স্বাগত জানায় তারা। বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে পোপ মনে মনে ভাবলেন, সবকিছু সুষ্ঠুভাবে শেষ হতে যাচ্ছে। তার আশঙ্কা ছিল ফ্রান্সের সম্রাট ১ম ফিলিপ কোনো বাগড়া দিতে পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই হয়নি। মূলত সম্রাটের ভয়েই পোপ এই সম্মেলন প্যারিসে না করে প্যারিস থেকে প্রায় ৩৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ক্লেরমনটে করার সিদ্ধান্ত নেন। পোপ একবার মঞ্চের দিকে তাকান, এখানে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আসন দেওয়া হয়েছে। পোপ চিন্তা করেন, আগামীদিনের যুদ্ধে এদের সাহায্য কাজে লাগবে।

পোপ হাত তুলে সবাইকে নীরব হতে বললে শোরগোল কমে যায় ধীরে ধীরে। নীরবতায় কেটে যায় কিছু সময়। পুরো ময়দান এখন পোপের কথা শুনতে উন্মুখ। পোপ আবারও চেহারাগুলোর দিকে তাকান। এখানে ধনী, গরিব, সামন্তরাজা, প্রজা, নির্বিরোধী মানুষ, অভিজ্ঞ যোদ্ধা সকলেই আছে। প্রতিটি চেহারা তার কথা শুনতে আগ্রহী।

পোপ চিন্তা করেন, এই মানুষদের আবেগ স্পর্শ করতে হবে, তাদের বুঝাতে হবে পোপ ব্যক্তিস্বার্থে কিছু বলছেন না। তিনি সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই কথা বলছেন। পোপ গলায় ঝুলানো ক্রুশ স্পর্শ করে নেন, মনে মনে তিনি কিছুটা হলেও বিচলিত বোধ করছিলেন। ‘মনে রেখো আমি কোনো সাধারণ বক্তা নই’—গমগম করে ওঠে পোপের কণ্ঠ, অদ্ভুত এক নীরবতায় ছেয়ে যায় পুরো ময়দান! ‘এখন আমি যা বলব, আমাকে তা বলার আদেশ করেছেন স্বয়ং প্রভু। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাদের যিশুর সহযোগী হতে বলি’।

পোপের কথা থামার আগেই পুরো ময়দানে শুরু হয় উল্লাস। স্বয়ং প্রভুর আদেশে পোপ কথা বলছেন জেনে উপস্থিত সবাই আনন্দিত হয়ে ওঠে। পোপ সতর্ক দৃষ্টিতে পুরো ময়দান আরেকবার পর্যবেক্ষণ করেন। তার প্রাথমিক চাল সফল হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ধর্মীয় আবরণ দেওয়া গেছে। এখন তিনি যাই বলবেন, জনসাধারণের কাছে তাই হয়ে উঠবে গ্রহণযোগ্য।

'মনে রেখো যিশু বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ক্রস কাঁধে নিয়ে আমার অনুসরণ করে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না'—লুকের বাইবেল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেন পোপ। মঞ্চের অনেকে হাততালি দিয়ে ওঠে। পোপ এবার মূল বক্তব্যে প্রবেশ করেন। তিনি জেরুসালেমের পরিস্থিতি তুলে ধরেন সবার সামনে। প্রথমেই তিনি উপস্থিত জনতার আবেগ উসকে দেন ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টানদের নির্যাতিত হওয়ার বানোয়াট কাহিনি বলে। 'যারা তীর্থযাত্রায় ফিলিস্তিন গিয়েছে তারা আমাকে বলেছে, সেখানকার মুসলমানরা আমাদের ভাইদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাচ্ছে। আমাদের মেয়েদের তারা ব্যবহার করছে দাসী হিসেবে। সেখানে খ্রিষ্টানদের কোনো সম্মান নেই, সর্বত্র তারা লাঞ্ছিত'—আবগঘন কণ্ঠে বলেন পোপ। উপস্থিত জনতা ক্রোধে চিৎকার করতে থাকে। স্বধর্মীদের নির্যাতিত হওয়ার কথা শুনে অনেকের চোখে অশ্রু জমা হয়।

পোপ একের পর এক বানোয়াট গল্প বলে চলেন, যেখানে বর্ণনা করা হয় মুসলমানরা মাসজিদুল আকসা দখলে রেখে কীভাবে পবিত্রভূমির পবিত্রতা নষ্ট করছে, খ্রিষ্টানদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। প্রতিটি ঘটনা শ্রোতাদের ক্রোধ বাড়িয়ে তুলছিল। আবেগে বারবার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করছিলেন কেউ কেউ। পোপ নিজের পরিকল্পনামতো ভাষণ দিয়ে চলেন, গত সাত মাসে তিনি এই ভাষণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। শ্রোতাদের দিকে আরেকবার তাকালেন পোপ। তাদের কারও চেহারায় খেলা করছে ক্রোধ, কারও চেহারায় প্রতিশোধের স্পৃহা।

'তারা দখলে রেখেছে পবিত্র ভূমি। অথচ বাইবেলে আছে, আমি তোমাদের এই ভূমি দান করেছি, যাতে আছে দুধ ও মধু'—কৌশলে পোপ আলোচনার গতি পরিবর্তন করেন। তিনি এবার ফিলিস্তিনের ধনসম্পদ, প্রাচুর্য নিয়ে কথা বলতে থাকেন। তিনি ফিলিস্তিনের বিস্তৃত ফসলি জমির কথা বলেন, যাইতুন বাগানের কথা বলেন, মুসলিম শাসকদের প্রাসাদে লুকিয়ে রাখা ধনভান্ডারের কথা বলেন। প্রতিশোধের নেশা আর সম্পদের লোভ উপস্থিতদের কাতর করে তোলে।

'যে ভূমিতে তোমাদের ভাইয়েরা লাঞ্ছিত, যেখানে অবহেলিত যিশুর পবিত্র স্মৃতি, সেই ভূমি কি তোমাদের নয়?' জনতার আবেগ উসকে দিতে প্রশ্ন করেন পোপ। 'অবশ্যই সেই ভূমি আমাদের' চিৎকার করে ওঠে সবাই। একের পর এক স্লোগান দিতে থাকে তারা। এসব স্লোগানে ছিল খ্রিষ্টানদের বীরত্বের কথা। পোপ নীরব থেকে স্লোগান থামার অপেক্ষা করেন। এখনো সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট। লোহা গরম হয়ে এসেছে এবার শুধু তাতে আঘাতের অপেক্ষা।

'যদি সেই ভূমি তোমাদের হয় তাহলে তোমরা এখনই নিজেদের সকল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভুলে যাও। আর কতদিন নিজেরা লড়াই করে ইউরোপের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নষ্ট করবে। তার বদলে এখুনি রওনা হও ফিলিস্তিনের পথে, বুঝে নাও ভূমির মালিকানা' জনতার উল্লসিত চিৎকারে পোপের কথা শুনা যাচ্ছিল না, বাধ্য হয়ে থেমে যান তিনি। মুহুর্মুহু স্লোগানে কেঁপে ওঠে পুরো মাঠ। শ্রোতাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে যায়। মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ছুড়ে তারা স্লোগান দিতে থাকে।

'শোনো, এটা আমার কথা নয়, স্বয়ং যিশু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাদেরকে জানাই, যারা ফিলিস্তিনে যাবে, লড়াই করবে, তাদের সকল পাপ মোচন করা হবে। তাদের জীবন পাবে পূর্ণতা। পবিত্রভূমিতে যাত্রার পথে কেউ যদি মারা যায়, কিংবা অবিশ্বাসী মুসলিমদের সাথে লড়াইয়ের সময় যদি কেউ নিহত হয়, সে পাবে প্রভুর ক্ষমা। প্রভু আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি ঘোষণা করছি এই অভিযানে যারাই অংশ নেবে, তাদের সকলের পাপমোচন করা হবে। মনে রেখো, এই অভিযানে গেলে তোমরা পাবে প্রভুর ভূমিতে প্রোথিত বিপুল সম্পদ, মারা গেলে পাবে সকল পাপের ক্ষমা'—আবার জনতার উল্লাসে থেমে যান পোপ। পোপের কথা প্রায় শেষ। এখন তিনি ফেলবেন শেষ টোপ।

'আমি জানি তোমাদের অনেকে ঋণের ভারে আক্রান্ত। তাদের উদ্দেশে বলছি, যদি তোমরা ফিলিস্তিনের অভিযানে অংশ নেও; তাহলে তোমাদের ঋণ মাফ করে দেওয়া হবে কিংবা দীর্ঘমেয়াদে শোধ করার সুযোগ দেওয়া হবে। যুদ্ধ চলাকালে তোমাদের সকল ভূমিকর মওকুফ থাকবে। যারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অপরাধের কারণে শাস্তি পাচ্ছে বা যাদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের শাস্তি ক্ষমা করে দেওয়া হবে' গ্রাম থেকে আসা কৃষকদের গগনবিদারী উল্লাস পোপকে থামতে বাধ্য করে। তিনি আবার শ্রোতাদের দিকে তাকান। যে উদ্দেশ্যে তিনি সবাইকে একত্র করেছেন তা প্রায় সফল। সবার চেহারাগুলোই বলে দিচ্ছে

তারা অভিযানে যেতে কতটা উন্মুখ। পোপ মনে মনে শেষ কথাটি বলার প্রস্তুতি নেন। আজকের সভার সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করছে এই কথার ওপর।

‘মনে রেখো এই বাহিনী হবে বহুজাতিক বাহিনী। নানা দেশের সেনারা যোগ দেবে এই বাহিনীতে। আমি চাইব ফরাসিরা যেন এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়, কারণ তাদের রয়েছে যুদ্ধের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সাহসিকতা ও বীরত্বের সমৃদ্ধ ইতিহাস’—পোপ জানেন তার এই বক্তব্য ফরাসি সম্রাটের মন জয় করে নেবে। যুদ্ধে অংশ নিতে তার মনে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না। সম্রাটের কয়েকজন সভাসদ উপস্থিত আছেন মঞ্চে, পোপ তাদের চেহারার দিকে তাকান। তাদের আপাত ভাবলেশহীন চেহারার আড়ালে লুকিয়ে থাকা গোপন উল্লাস—পোপ ঠিকই ধরতে পারেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন বক্তব্য শেষ করবেন।

‘এ যুদ্ধ শুরু করা দরকার ছিল অনেক আগে, কিন্তু আমরা তা করিনি। চলো যুদ্ধ শুরু করা যাক। যারা এখন দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে আছে তাদেরকে আমরা নাইট বানাব, যারা অভাবী অনাথ তাদেরকে স্বর্গের সন্ধান দেবো’—পোপ তার কথা শেষ করতেই শুরু হয় শ্রোতাদের চিৎকার। সবাই একযোগে বলতে থাকে ডিয়ুস লি ভুল্ট (ঈশ্বরের ইচ্ছা এটিই)। জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে উন্মাদনা। কেউ কেউ তক্ষুনি মাংস কেটে শরীরে একে নেয় ক্রুশ। যাদের হাতে আগে থেকেই ক্রুশ আঁকা ছিল তারা তা শূন্যে ধরে নাচাতে থাকে। জনতার উল্লাস ও চিৎকারের মাঝেই মঞ্চ থেকে নামলেন পোপ। কাছ থেকে তাকে দেখার জন্য ভীড় করল শ্রোতাদের অনেকে, কিন্তু ঠেলে তাদের সরিয়ে দিলো স্বেচ্ছাসেবকরা। মঞ্চের পেছনে রাখা ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন পোপ, ধ্যানমগ্ন সাধকের মকো মতো চোখ বুজলেন তিনি। সম্মেলন শেষ হতেই এখানকার সবকিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন তিনি, আচ্ছন্ন হয়ে আছেন নানা চিন্তায়। দ্রুত তাকে ইটালি ফিরতে হবে, তার সামনে এখন অনেক কাজ।

☆ ☆ ☆

পোপ ২য় আরবান জানেন ক্লেরমন্টে জনতার মাঝে তিনি যে আবেগ জাগিয়ে এসেছেন তাকে জিইয়ে রাখতে হবে। জনতার আবেগকে দ্রুত উপযুক্ত খাতে ব্যয় করতে না পারলে শিগগির তা মিইয়ে যাবে। পোপ সিদ্ধান্ত নেন জাগিয়ে রাখতে হবে সাধারণ জনতার উদ্দীপনা, প্রয়োজনে গির্জার অধীনে হাতে নেবেন কিছু কার্যক্রম। পোপ প্রথমে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিজের

বার্তা পাঠান যেন তারা আসন্ন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য নিজেদের অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করে। পোপ চাচ্ছিলেন পুরো ইউরোপের সর্বত্র যেন যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। পোপের কাজটি সহজ করে দেয় রঙ্গমঞ্চে পিটার দ্য হারমিটের আগমন।

৪৫ বছর বয়সী পিটার দ্য হারমিট ছিলেন ফ্রান্সের একজন সাধারণ পাদরি। অতিরিক্ত বেঁটে ও রোগা শরীরের কারণে সামাজিকভাবে তাকে হেয় করা হতো। ব্যক্তিজীবনে প্রেম ও অন্যান্য হতাশা থেকে তিনি যাজকের জীবন বেছে নেন এবং সিদ্ধান্ত নেন প্রায়শ্চিত্তের জন্য জেরুসালেমে তীর্থভ্রমণ করে আসবেন। জেরুসালেম সফরকালে তার সঙ্গে সিপালচার গির্জার প্রধান পাদরির দেখা হয়। পাদরি তাকে বিভিন্ন বানোয়াট কথাবার্তা বলে, যার বড় অংশজুড়ে ছিল মুসলমানদের অত্যাচারের বিবরণ। জেরুসালেম থেকে ফিরে পিটার দ্য হারমিট জানলেন, ইতিমধ্যে পোপ অভিযানের ঘোষণা দিয়েছেন। পিটার পোপের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে কী আলাপ হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না, তবে এই সাক্ষাতের পর পোপ তাকে নিজের দূত হিসেবে নিযুক্ত করেন।

পোপের দূত হিসেবে পিটার দ্য হারমিট ইতালি ও ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তার বাহন ছিল একটি ল্যাংড়া গাধা। তিনি নগ্নপদে পথ চলতেন, পরতেন অতি সাধারণ পোশাক। তিনি শারীরিকভাবে ছিলেন অসুন্দর, প্রথম দেখায় কেউ তার প্রতি আগ্রহী হতো না। বাহ্যত পোপের দূত হওয়ার কোনো যোগ্যতাই ছিল না তার, কিন্তু পোপ ধরতে পেরেছিলেন তার যোগ্যতার জায়গাটি। পিটার দ্য হারমিটের গুণ ছিল তার বাগ্মীতা। পোপ জানতেন খ্রিষ্টানদের মাঝে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগাতে বাগ্মীতার বিকল্প নেই।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রাচীন গ্রামগুলোতে পৌঁছতেন পিটার, হতদরিদ্র পোশাকের কারণে অনেক সময় সরাইখানায় আশ্রয় মিলত না, বুড়ো কোনো ওক গাছে ল্যাংড়া গাধা বেঁধে সেখানেই রাত কাটাতেন তিনি। ভোরে ফসলের মাঠে কর্মরত কৃষকদের কাছে গিয়ে তুলে ধরতেন পোপের আহ্বান। গম ক্ষেতে বসে কৃষকরা আন্দোলিত হতো পিটারের কথায়, বহুদূরে জেরুসালেম বলে কোনো ভূমি যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকত, পিটারের ভাষ্যমতে সেখানে যিশুর অনুসারীদের নির্যাতন করছে মুসলিমরা। নিজেদের একঘেয়ে জীবনের সীমাবদ্ধতার কথা ভাবত কৃষকরা। তারা জানে একবার জেরুসালেম যেতে পারলেই মিলবে অত্যাচারী সামন্তরাজাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, নিজেরাই হয়ে

উঠবে বিপুল সম্পদের মালিক। যদি তা নাও হয়, তবু তো থাকছে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি। পিটার কণ্ঠের আবেগ ধরে রাখেন, হু হু করে বয়ে যাওয়া বাতাসে কেঁপে ওঠে তার কণ্ঠ। এক জায়গায় বেশি সময় অপেক্ষা করতে রাজি নন তিনি, শ্রোতাদের বলেন, সম্ভব হলে এখুনি তার সাথে যোগ দিতে।

পুরুষরা নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি হয় তার সাথে যোগ দিতে, নারীরাও পিছিয়ে থাকে না, তারাও নতুন দেশ দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। খামারভরতি শূকরের পাল বিক্রি করে দেওয়া হয়, অনেক এলাকায় শূকরের দাম পড়ে যায়। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় কেউ কেউ, সবার মাথায় একটাই চিন্তা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেবে তারা। ক্রমে লোকজন বাড়তে থাকে, পিটার পথ চলতেন আগে, তার পেছনে উৎসাহী জনতা। কেউই প্রশিক্ষিত যোদ্ধা নয়, কিন্তু নিজেদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভাবছে না ওরা, যে কারও সাথে লড়তে প্রস্তুত এখন। পাতা ঝরা বার্চের বন পেরিয়ে ওরা ছুটল অন্য শহরে, কখনো রাত কাটাত নির্জন মঠে, কখনো শহরের বাইরে খোলা মাঠে। উশকোখুশকো চেহারার পিটারকে তাড়িয়ে দেয় সামন্তরাজাদের কেউ কেউ, তবে তাকে সাদরে গ্রহণ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

পিটার ছুটে চললেন এক শহর থেকে অন্য শহরে। অনুসারীদের সামলাতে প্রায়ই বিপাকে পড়তে হয় তাকে। সামান্য কারণে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ত তারা, একে অপরকে খুন করতেও ছিল না কোনো দ্বিধা। প্রায় সবাই ছিল মূর্খ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির লোক, জেরুসালেম কোথায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাও ছিল না তাদের। নতুন কোনো শহর দেখলেই ওরা ভাবত জেরুসালেম চলে এসেছে। প্রতিটি নতুন দুর্গকে তারা ভাবত পবিত্রভূমি।

কুয়াশামোড়া সন্ধ্যায় পিটারের বাহিনী অতিক্রম করল ট্রানসিলভানিয়ার পাহাড়ি উপত্যকা, ঘন বনাঞ্চল যেন গম্ভীর মুখে অভ্যর্থনা জানাল ওদের। রাতের বেলা কুয়াশাভেজা লাকড়ি সংগ্রহ করল ওরা, অনেক কষ্টে জ্বালিয়ে দিলো আগুন। সারা রাত বিরক্ত করছিল বাদুড়ের ঝাঁক, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দের মধ্যে ঘুমে ঢলে পড়ল পিটারের লোকজন।

মাত্র কয়েক মাসে পিটারের পতাকাতলে সমবেত হয় ১৫ হাজার মানুষ। এই সংখ্যা শুধু পুরুষদের, এর বাইরে নারী ও শিশুদের সংখ্যাও ছিল অনেক। এদের বেশিরভাগ ছিল দরিদ্র জনতা, যারা ভাগ্য ফেরানোর জন্য জেরুসালেম যেতে আগ্রহী ছিল। বিভিন্ন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরাও আগ্রহের সাথে এই দলে

যোগ দেয়, কারণ একবার যুদ্ধে গেলে তাদের সকল দণ্ড মাফ করা হবে বলে পোপ ঘোষণা দিয়েছিলেন। পিটারের বাহিনীতে তখনো যোদ্ধারা খুব কমই যোগ দিয়েছিল, কোনো শৃঙ্খলা বা কাঠামো ছিল না বলে এই বাহিনী পরিচিতি পায় কৃষকদের বাহিনী, ভিখারিদের বাহিনী নামে।

একই সময় ওয়াল্টার নামে আরেকজন যাজক ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধের প্রচারণা চালাতে থাকেন এবং তিনিও বড় একটি বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন। পিটার ও ওয়াল্টার দুজনই নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন পোপের সাথে, তাদের মাধ্যমে পোপ জানতে পারতেন কাজের অগ্রগতি। দুজনের সাফল্যে পোপ উচ্ছ্বসিত হন, অবশ্য তিনি বুঝতে পারছিলেন নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করতে হবে, অনির্দিষ্ট সময় ধরে সৈন্যসংগ্রহ চলতে পারে না। নিজের পুরোনো জায়গিরে সময় দেওয়ার ফাঁকে করণীয় ঠিক করলেন পোপ, ঘোষণা দিলেন ১০৯৬ সালের ১৫ আগস্ট সবগুলো বাহিনী কনস্টান্টিনোপল একত্র হবে। তিনি ইচ্ছা করেই হাতে কিছুটা সময় রেখেছিলেন যেন ভালো করে সেনা সংগ্রহ করা যায়, বসন্তের ফসল রসদ হিসেবে সাথে নেওয়া যায়। সমবেত হওয়ার জন্য কনস্টান্টিনোপলকে বেছে নেওয়ার কারণটি ছিল ভূ-রাজনৈতিক। ক্রুসেডাররা এশিয়া মাইনর অতিক্রম করে মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে। এশিয়া মাইনরে রোমান সেলজুকদের মোকাবিলা করে তারা শামের দিকে এগোবে, এরপর ফিলিস্তিন যাবে। এই রোডম্যাপ অনুসারে কনস্টান্টিনোপলে সেনাসমাবেশ করা ছিল সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। কেননা, এই এলাকাটি এশিয়া মাইনরের নিকটে অবস্থিত। পোপের ইচ্ছা ছিল সেনাসমাবেশের ফাঁকে তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ সেরে নেবেন।

সেনা সমাবেশের তারিখ নির্ধারিত হলে ক্রুসেডের প্রচারণা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। পোপ বরাবরের মতো ইউরোপের বিভিন্ন শাসকের কাছে পত্র পাঠাতে থাকেন। সম্রাটদের মধ্যে কেউ তেমন আগ্রহী না হলেও সামন্তরাজাদের মধ্যে অনেকেই পোপের আহ্বানে সাড়া দেন। ফ্রান্সের কাউন্ট চতুর্থ রেমন্ড ছিলেন এমনই একজন। অন্য সামন্তরাজাদের তুলনায় এই কাউন্ট ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, এমনকি জেরুসালেমও একবার সফর করেছিলেন। পোপের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে, পোপের সফরসঙ্গী হিসেবে তিনি বেশ কিছু সমাবেশেও অংশগ্রহণ করেন।

পোপ আরবান গির্জার আর ১০ জন সাধারণ পাদরির মতো ছিলেন না। তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল এবং এই লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা সাজানো ছিল। পোপ জানতেন আসন্ন অভিযানে নৌযানের দরকার হতে পারে, এজন্য ইতালির বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে বেশ কিছু নৌযানের ব্যবস্থা করেন তিনি। এসব কাজের ফাঁকে পোপ বিভিন্ন এলাকায় সমাবেশের আয়োজন করে নিজে উপস্থিত হন এবং জনগণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। যদিও জনগণের মাঝে যুদ্ধের উন্মাদনা ছিল অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি কিন্তু পোপ জানতেন যেকোনো সময় এই উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য তিনি জনসাধারণকে ভয় দেখিয়ে বলতেন, যদি কেউ যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলে যুদ্ধে না যায় তাহলে সে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হবে।

পোপ ছুটে চললেন একের পর এক শহরে। কখনো বিস্তৃত ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল পোপের ঘোড়ার গাড়ি, মাঠে কর্মরত কৃষকরা হাত তুলে অভিবাদন জানাল পোপকে। কখনো প্রাচীন রোমান স্থাপনার পাশে পোপের বক্তব্য শুনতে জড়ো হলো লোকজন, শীতের পোশাক পরিহিত পোপ বলে চললেন অভিযানের কথা।

নিজের অধীনে থাকা বাহিনী নিয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ছুটছে ওয়াল্টার। বলাবাহুল্য তার এই বাহিনীতে কেউই নিয়মিত যোদ্ধা নয়। নগদ অর্থ ও স্বর্গের লোভে তার বাহিনীতে জুটেছে চোর, ডাকাত, খুনি ও দাগাবাজরা। মাত্র আটজন নিয়মিত যোদ্ধা আছে ওয়াল্টারের বাহিনীতে। ওয়াল্টারের এই বাহিনী ফ্রান্স থেকে যাত্রা শুরু করে জার্মানি অতিক্রম করে। পথে অনেকেই এই বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। ওয়াল্টার নানাভাবে বাহিনীর শৃঙ্খলা ফেরানোর চেষ্টা করে কিন্তু অপেশাদার, উশৃঙ্খল লোকজনকে শৃঙ্খলায় আনা সহজ কাজ ছিল না। ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল বাহিনীর বিশৃঙ্খলা।

হাঙ্গেরি পার হয়ে এই বাহিনী যখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে পা রাখে তখন এর আয়তন বেড়েছে, সাথে বেড়েছে বিশৃঙ্খলা। বিশেষত সমৃদ্ধ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে প্রবেশের পর বাহিনীর সদস্যদের লোভ বেড়ে যায়। তাদের মনে হচ্ছিল জেরুসালেমের কাঙ্ক্ষিত সম্পদ এখনো অনেক দূরে, তার অপেক্ষায় না থেকে নগদ যা পাওয়া যায় তার কিছুটা লুটে নেওয়া যাক । যদিও এলাকাগুলো ছিল খ্রিষ্টান অধ্যুষিত, কিন্তু সম্পদের লোভে কাতর এই বাহিনীর সদস্যরা আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। তারা বিভিন্ন এলাকায় লুটপাট শুরু করে। যেহেতু সংখ্যার দিক থেকে এই বাহিনী ছিল বিশাল এবং সকলেই অস্ত্রে সজ্জিত, ফলে

লুটপাট করতে তাদের তেমন বেগ পোহাতে হয়নি। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অসহায় নাগরিকরা দেখল যাদেরকে তারা ভেবেছিল ত্রাণকর্তা তারাই লুটে নিচ্ছে সব। এক রাতে ক্রুসেডাররা হামলা করে কৃষকদের একটি গ্রামে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লুণ্ঠন সেরে পুরো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। কিছু টের পাওয়ার আগেই আগুনে পুড়ে যায় নিরীহ কৃষকদের অনেকে।

ঘটনার আকস্মিকতা এতটাই অভাবনীয় ছিল, স্বয়ং বাইজেন্টাইন সম্রাট নির্বাক হয়ে পড়েন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন এই বাহিনীর মাঝে ধর্মীয় চেতনার ছিটেফোঁটাও নেই, থাকলে তারা স্বজাতির এলাকায় হামলা করত না। তিনি একবার ইচ্ছা করলেন হামলা করে এই বাহিনীকে শেষ করে দেবেন। প্রশিক্ষিত বাইজেন্টাইন সেনাদের বিরুদ্ধে লড়ার সামর্থ্য ছিল না ক্রুসেডার বাহিনীর। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন অপেক্ষা করাই উত্তম হবে। এই বাহিনীকে টিকিয়ে রাখলে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে পাঠানো যাবে, ক্রুসেডাররা কাজ করবে মানবঢালের ন্যায়। সম্রাট তাই ওয়াল্টারের বাহিনীকে কোনো শাস্তি না দিয়ে কনস্টান্টিনোপল শহরের বাইরে অবস্থান করতে বলেন।

পিটার দ্য হারমিটও নিজের বাহিনী নিয়ে রাইন নদীর অববাহিকায় শিবির স্থাপন করে। তার বাহিনীতে ছিল ভবঘুরে, বেশ্যা ও মাতালদের বড় অংশ। অনেকে সাথে এনেছিল তাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের, ফলে বাহিনীর শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়ে। এই বাহিনী জার্মানী ত্যাগ করে কনস্টান্টিনোপলের পথ ধরে। বাহিনীর সামনের দিকে অবস্থান করছিলেন পিটার। বরাবরের মতো তিনি চড়েছিলেন তার ল্যাংড়া গাধার পিঠে। মানের দিক থেকে পিটারের এই বাহিনী ওয়াল্টারের বাহিনীর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। তারা পথে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন বসতিতে হামলা করে। খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে এসব জনপদের লোকজন এলাকা ত্যাগ করে। বিশেষ করে হাঙ্গেরি প্রবেশের পর তাদের লুণ্ঠন ও নৈরাজ্যের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়। সেমলিন শহরেই পিটারের বাহিনীর লোকজন ৪ হাজার সাধারণ খ্রিষ্টানকে হত্যা করে। পিটার তার বাহিনীকে দিয়েছিলেন এক আদুরে নাম, 'প্রভুর বাহিনী', কিন্তু প্রভুর অনুসারীদের নাজেহাল করতে এই বাহিনী কোনো দ্বিধাই করেনি। পিটারের বাহিনী যে পথে গমন করছিল সেই পথের আশপাশের এলাকার মানুষের জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

হাঙ্গেরির রাজা কোলম্যান অবশ্য বাইজেন্টাইন সম্রাটের মতো অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। কথিত পবিত্রভূমি উদ্ধার অভিযানের চেয়ে নিজের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সভাসদদের সাথে পরামর্শসভা সেরে তিনি সিদ্ধান্ত দেন, পিটারের বাহিনীর ওপর হামলা করা হবে। রাজার আদেশ পেয়ে পিটারের বাহিনীর মুখোমুখি হয় হাঙ্গেরির সেনারা। প্রশিক্ষিত সেনাদের সামনে পিটারের বাহিনী বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। বাহিনীর অনেক সদস্য মারা পড়ে, অন্যরা দ্রুত হাঙ্গেরির সীমানা ত্যাগ করে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে হাঙ্গেরির সেনারা কঠোরভাবে ক্রুসেডারদের দমন করে, এ ক্ষেত্রে তারা বিন্দুমাত্র দয়া দেখায়নি। ‘আমরা একটি গির্জায় আশ্রয় নেই। আমাদের ধারণা ছিল সেখানে হামলা করা হবে না, কিন্তু তারা গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়’—বেঁচে যাওয়া একজন ক্রুসেডার পরে স্মৃতিচারণ করেছিল।

বাইজেন্টাইন সম্রাটের আদেশে পিটারের বাহিনীর ওপর নজরদারি করা হচ্ছিল কিন্তু তাদের কোনো বাধা না দিয়ে সামনে এগোনোর সুযোগ দেওয়া হয়। কারণ সম্রাটের ইচ্ছা ছিল এই বাহিনী যেন ওয়াল্টারের বাহিনীর সাথে মিলিত হতে পারে। সম্রাটের দুর্ভাগ্য, তার এই সিদ্ধান্তকে পিটারের সেনারা গ্রহণ করে সুযোগ হিসেবে। তারা নিস শহরে হামলা চালায় এবং সেখানে শুরু করে লুণ্ঠন। পিটার ও তার সেনাদের হাতে এই শহরের প্রচুর অর্থোডক্স খ্রিষ্টান নিহত হয়, তাদের সম্পদ হয় লুণ্ঠিত। লুণ্ঠন শেষে তারা শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে বাইজেন্টাইন সেনারা পিটারের বাহিনীর ওপর হামলা করে, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ তাদের থেকে কেড়ে নেয়। কিন্তু তখনো সম্রাট চাচ্ছিলেন এই বাহিনীকে একেবারে নিঃশেষ না করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কাজে লাগানো হোক।

পরপর দুটি হামলার শিকার হয়ে পিটারের বাহিনীর শক্তি কিছুটা কমে এসেছিল। তারা আর অবাধ্যতা না করে কনস্টান্টিনোপলের দিকে এগোতে থাকে। একই সময়ে ইউরোপ থেকে আরও কয়েকটি বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশে রওনা হয়। এসব বাহিনীর মধ্যে ছিল ভল্কমোরের বাহিনী, গটসচেকের বাহিনী, ইমিচের বাহিনী ইত্যাদি। হাঙ্গেরির রাজা আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন ক্রুসেডাররা খ্রিষ্টান এলাকায় হামলা করতে দ্বিধা করে না, ফলে ক্রুসেডারদের ছাড় দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না তার। ইমিচ ও ভল্কমারের বাহিনী হাঙ্গেরির সীমানায় প্রবেশ করতেই তিনি তাদের ওপর হামলার নির্দেশ দেন। তীব্র

আক্রমণে এই দুই বাহিনীর সবাই মারা পড়ে। খোলা উপত্যকায় পড়ে থাকে দরিদ্র কৃষকদের লাশ, যারা প্রাচ্যের সমৃদ্ধ ভূমি জয়ের স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল কিন্তু কনস্টান্টিনোপল পৌঁছার আগেই সমাপ্ত হয় তাদের জীবনযাত্রা।

তবে এগুলো ছিল ক্রুসেডারদের সাধারণ বাহিনী, যেখানে প্রশিক্ষিত কোনো যোদ্ধা ছিল না। সাধারণ যোদ্ধারা তখন অবস্থান করছিল ফ্রান্সে। সেখানে তাদের দেওয়া হচ্ছিল উন্নত প্রশিক্ষণ। স্বয়ং পোপ নিজে পুরো বিষয়টি তদারকি করছিলেন। ১০৯৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর এই দু-মাস ফ্রান্সে অবস্থান করেন পোপ।

প্রতিদিন ভোরে উন্মুক্ত মাঠে চলে আসত সেনারা, একটু দূরেই পোপের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল বেদি, সেখানে বসে পোপ দেখতেন ক্রুসেড সেনাদের সামরিক কসরত। সামরিক বিষয়গুলো ভালো বোঝেন না তিনি, তবু সেনাদের উৎসাহ দিতে প্রতিদিন উপস্থিত থাকতেন তিনি। ফাঁকে ফাঁকে বক্তব্য রাখতেন তাদের উদ্দেশে। ধীরে ধীরে প্রশিক্ষিত হলো যোদ্ধারা। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধে অংশ নিতে তারা এখন প্রস্তুত।

(এই অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে তথ্য নেওয়া হয়েছে স্টিভেন রাঙ্কিম্যান রচিত *এ হিস্ট্রি অব দ্য ক্রুসেডস*, সুহাইল যাক্কারের লিখিত *মাদখাল ইলা তারিখিল হুরুবিস সলিবিয়্যা*, কাসিম আবদুহু কাসিম রচিত *আল-হুরুবুস সলিবিয়্যাতিল উলা নুসুসুন ওয়া ওয়াসাইকু তারিখিয়্যাতুন*, ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। পোপের ভাষণের ৫টি বর্ণনা পাওয়া যায়, সবগুলো বর্ণনার সমন্বয় করে চমৎকার কাজ করেছেন ডি সি মনেরো। পোপের ভাষণ উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে তার লিখিত *দ্য স্পিচ অব পোপ আরবান টু এত ক্লেরমন্ড* বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পোপের সফরের বিবরণ আমরা গ্রহণ করেছি স্টিভেন রাঙ্কিম্যানের লেখা থেকে।)

☆☆☆